দৈনিক খবর

তারিখ 29 JUL 1992
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণ প্রশ্নে 'ভুলের বিলাসিতা' আর কতকাল?

● প্রিন্সিপাল এ কে এম শহীদুল্লাহ ●

এ কথা অপ্রিয় হলেও সত্যি যে, স্বাধীনতার দুই দশক পরও এখনও পর্যন্ত জাতীয় পর্যায়ে স্বীকৃত আমাদের কোন শিক্ষানীতি নেই। যদিও বিগত সরকারসমূহের আমলে ৩/৪টি শিক্ষানীতি এমনকি বর্তমান সরকারের পূর্বসূরি জিয়া সরকারের আমলে ১৯৭৮ সালে একটি অন্তর্বর্তীকালীন শিক্ষানীতি প্রণীত হয়েছিল। উক্ত শিক্ষানীতিতে ১৯৮৫ সালের মধ্যে কলেজ শিক্ষার সার্বিক দায়িত্ব সরকার কর্তৃক গ্রহণের সুপারিশ করা হয়েছিল। জিয়া সরকারের উত্তরসূরি বর্তমান সরকার সে শিক্ষানীতি বাস্তবায়ন করবেন কি-না তা এখনও পর্যন্ত স্পষ্টভাবে বলেননি।

জাতীয় পর্যায়ে গৃহীত কোন শিক্ষানীতি না থাকার কারণে শিক্ষাক্ষেত্রে চলছে ব্যক্তি-কেন্দ্রিক পদক্ষেপ ও আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনা, যাকে এক কথায় ভুলের বিলাসিতা (LUXURY OF MISTAKES) বলা যায়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণ বা সরকারীকরণের ক্ষেত্রে তা বিশেষভাবে প্রযোজ্য। রাষ্ট্রপ্রধান বা সরকার প্রধানের ইচ্ছা-অনিচ্ছার উপরেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণের পদ্ধতি নির্ভরশীল বলা যায়। স্বাধীনতার পর থেকে আজ পর্যন্ত যে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণ করা হয়েছে তার পেছনে কোন না কোন রাষ্ট্রপ্রধান বা প্রভাবশালী মন্ত্রী বা ব্যক্তির ইচ্ছা-অনিচ্ছাই মুখ্য ভূমিকা পালন করেছে। মওলানা ভাসানীর কাগমারী কলেজ, শেখ মুজিবের গোপালগঞ্জ বঙ্গবন্ধু কলেজ, কর্নেল (অবঃ) অলি আহমদের গাছবাড়িয়া কলেজ, শাহ আজিজের কুষ্টিয়া মহিলা কলেজ, আতাউর রহমান খানের ধামরাই কলেজ, জাস্টিস নূরুল ইসলামের ঘিওর কলেজ, শাহ মোয়াজ্জেমের গজারিয়া কলেজ, রশিদ ইঞ্জিনিয়ারের গৌরীপুর কলেজ, কাজী জাফরের চিওড়া ও চৌদ্দগ্রাম কলেজ, মাহবুবুর রহমানের চাটখিল কলেজ, বেগম খালেদা জিয়ার পরশুরাম ও গাবতলী কলেজ ইত্যাদি এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। বর্তমান সরকার ১৯৯১ সালের অক্টোবরে বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, জাতীয়করণের একটি নীতিমালা গ্রহণ করেন। তাতে বলা হয়েছিল, যে সকল বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কমপক্ষে ১০ বছর নিয়মিত স্বীকৃতিপ্রাপ্ত হয়েছে, ৫ বছর বোর্ডের গড় ফলাফলের চাইতে উৎকৃষ্ট ফলাফল অর্জন করেছে, ৫ বছরের ফাইনাল পরীক্ষায় কোন ছাত্র/ছাত্রী বহিস্কৃত হয়নি, এলাকাভিত্তিক জনসংখ্যা ও এলাকায় বিদ্যমান শিক্ষার সুযোগ-সুবিধা এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শিক্ষকদের সিভিল সার্ভিস নিয়োগ বিধির বিধান অনুযায়ী যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা রয়েছে কেবলমাত্র সেগুলোকেই অগ্রাধিকার ভিত্তিতে জাতীয়করণ করা হবে। কিন্তু ১৯৯২ সালের মে মাসে মন্ত্রিসভার বৈঠকে আর কোন বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণ না করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং বলা হয়, অতীতে সুষম পরিকল্পনা ছাড়া বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণ করা হয়েছে। এরফলে অনেক এলাকায় অধিক পরিমাণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণ করা হয়েছে এবং অনেক অঞ্চলে একেবারেই জাতীয়করণ করা হয়নি। সভায় আরও মতামত ব্যক্ত করা হয় যে, যে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণ করা হয়েছে সেগুলোতে কর্মরত শিক্ষকদের অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি ও পেশাগত নিরাপত্তা নিশ্চিত হলেও শিক্ষার মান হ্রাস পেয়েছে। কাজেই সভায় জাতীয়করণের পরিবর্তে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহকে বর্ধিতহারে সরকারী মঞ্জুরী ও উন্নয়ন সহায়তা প্রদানের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। কিন্তু শিক্ষামন্ত্রী গত ৩১শে মে জাতীয় সংসদ ভবনে শিক্ষা মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটির সভায় পর্যায়ক্রমে প্রতিটি থানায় একটি স্কুল ও একটি কলেজ জাতীয়করণ করার সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বলে জানান এবং এই কর্মসূচীতে নারী শিক্ষাকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে বালিকা বিদ্যালয়গুলোকে অগ্রাধিকার প্রদানের কথা ঘোষণা করেন।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণের ক্ষেত্রে বিগত কয়েক মাসের ব্যবধানে বর্তমানে সরকারের উপরে বর্ণিত স্ববিরোধী সিদ্ধান্তসমূহে এ কথা নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে যে, জাতীয় পর্যায়ে কোন স্বীকৃত নীতিমালা এখনও পর্যন্ত গৃহীত হয়নি। এবং এরফলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণের লক্ষ্যে বিভিন্ন পর্যায়ে ও মহলে চলছে অস্বাস্থ্যকর ও অশুভ (UNHEALTHY & UNHOLY COMPETETIONS) প্রতিযোগিতা। গত ১ মাসে প্রধানমন্ত্রী যে কয়টি থানা পর্যায়ে জনসভায় ভাষণ দিয়েছেন প্রায় সবক'টিতেই একটা, দু'টা করে স্কুল-কলেজ জাতীয়করণের ঘোষণা দিয়েছেন। অবশ্য প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণের ক্ষেত্রে বর্তমান সরকারেরই গত অক্টোবরে স্থিরকৃত নীতিমালা অনুসরণ করা হয়েছে মনে করার কারণ নেই। বর্তমানে বাকী এলাকাগুলোতে প্রধানমন্ত্রীকে দাওয়াত করে নিয়ে সংশ্লিষ্ট এলাকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে জাতীয়করণের ঘোষণা পাবার আশায় বিভিন্ন পর্যায়ে চলছে অশুভ প্রতিযোগিতা ও অবাঞ্ছিত টানা-হেঁচড়া।

আর যদি ধরে নেয়া যায় প্রতি থানায় ১টি করে কলেজ জাতীয়করণের সিদ্ধান্ত সরকার গ্রহণ করেছেন তবে সেটা কতদিনে বা কত বৎসরে এবং কোন্ নীতিতে ও পদ্ধতিতে করা হবে তাও সরকার এখন পর্যন্ত বলেননি। আর প্রতি থানায় ১টি করে কলেজ জাতীয়করণ করলে ৪৬২টি থানায় ৪৬২টি কলেজ সরকারীকরণ হয়ে গেলে মোট ৬৫১'টি বেসরকারী কলেজের মধ্যে বাকী দু'শ'টি কলেজের কি হবে তাও এখন পর্যন্ত পরিষ্কার নয়।

অপরদিকে সরকারের দায়িত্বশীল মহল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণের প্রশ্নে এখনও বলছেন এতে শিক্ষকদের আর্থিক সুবিধা ও চাকরির নিরাপত্তা আসে কিন্তু শিক্ষার উন্নতি হয় না। এতে প্রমাণিত হয় সরকার শিক্ষার উন্নতি চান শিক্ষকদের মংগল চান না। আমরা দু'টোই চাই এবং সেটা কি করে সম্ভব সরকারকেই তা উদ্ভাবন করতে হবে।

ব্যক্তিগত ইচ্ছা-অনিচ্ছা ও খণ্ডিত দৃষ্টিভংগি পরিহার করে দেশ ও জাতির বৃহত্তর স্বার্থেই এক ও অভিন্ন শিক্ষাব্যবস্থা সংক্রান্ত বাংলাদেশের সংবিধানের মূলনীতি ও শিক্ষকদের মর্যাদা সংক্রান্ত ইউনেস্কো/আই এল ও-এর সুপারিশের আলোকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণের সুস্পষ্ট ও সুষম জাতীয় নীতিমালা অনতিবিলম্বে প্রণয়ন ও কার্যকর করার জন্য সরকারের নিকট দাবীজানাচ্ছি।